সংবাদ

তারিখ ... ৭.২.৮৪ ...
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ১ ...

020

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার, ২৩শে মাঘ, ১৩৯০

জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংঘর্ষের দর্পণে

এটা ফেব্রুয়ারী মাস। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের আবেগ, ভালবাসা আর গর্বের সাথে এই মাসটির স্মৃতি বিজড়িত। আর গর্বের কথা বলতে গেলে আমাদের ছাত্রসমাজের জাতির মুখ উজ্জ্বলকারী গৌরবময় ভূমিকা এবং আত্মদানের কথাটাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। পাকিস্তানের প্রতিটি গণ-আন্দোলনে এদেশের ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অবদান কত ব্যাপক আর অমূল্য সবই ঠেলাঠেলি ভিড় করে স্মৃতিতে।

তারপরও স্বাধীন দেশ তাদের নির্ভীক ও মৃত্যুঞ্জয়ী ভূমিকার সাক্ষ্য হয়েছে কতবার অবনত বেদনায়।

অথচ বর্তমানে এই ছাত্রসমাজের মধ্যে আত্ম-কলহ ও বিভেদ এমন সর্বনাশা রূপ ধারণ করেছে, নিজেদের মধ্যে হানাহানি আর শিক্ষাঙ্গনে তাদের কাণ্ডকারখানা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যা উন্মেষে দুঃখ-লজ্জা-বেদনা যুগপৎ জাতিকে বিমূঢ় করে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ সংগঠন নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছে। বোমাবাজি চলেছে। আহত ছাত্র হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। গত কয়েকদিনের মধ্যে দু'বার জগন্নাথ কলেজে নিজেদের মধ্যে মারামারি সেখানে এক ত্রাসজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা কথাটা আজ পরিহাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে পুলিশ প্রবেশে পবিত্রতা নষ্ট হয় কি হয় না সে বিচার্য পরে। ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে মতভেদ এবং মতাদর্শ নামে যে তুলকালাম কাণ্ড সৃষ্টি করেছে, তাতে শিক্ষাঙ্গনের মর্যাদা ও পবিত্রতা কতখানি রক্ষিত হচ্ছে, সে কথাটাই আজ জানতে ইচ্ছে করে।

নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ গত মাসে তাদের এক সম্মেলনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার কথা বলেছিল। আজ জগন্নাথ কলেজে তারা নিজেদের মধ্যেই মারপিটে লিপ্ত। অন্যকে দোষ দেয়ার উপায় নেই। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় উদ্বিগ্ন কিছু বুদ্ধিজীবী সেখানকার ঘটনার নিন্দা করায় তাদের "ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী" বলে এরা নিন্দাবাদ করেছিল। জগন্নাথ কলেজের ঘটনা কী প্রমাণ করে না, তাদের এই বক্তব্যে সত্যের লেশমাত্র ছিল না?

কোন ছাত্র সংগঠন কিংবা ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মানেই শুধু তিরস্কারই নয়, দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ। এই অভিযোগ এনে যারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন তারা জানেন যে, তারা কার্যতঃ নিজেদের সন্তান-সন্ততি, দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সম্পর্কেই দুশ্চিন্তা প্রকাশ করছেন।

আমাদের ছাত্রসমাজ দেশের সচেতন অংশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। তারা যদি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অস্ত্রের রাজনীতি আমদানী করে সেটা দেশের ভবিষ্যতকেই ক্ষুদ্র স্বার্থ ও দলাদলির নিকট বন্ধক রাখা হয়। কোন্ দলের কিংবা কোন্ গোষ্ঠীর সাগরেদ হিসেবে শক্তি করার জন্য তারা ব্যবহৃত হচ্ছেন, প্রচারের জৌলুস, ভাব কথার ফানুস উড়িয়ে তা ঢাকা দেয়া যাবে না।

আজ ছাত্রসমাজকে সেই কথাটাই উপলব্ধি করতে হবে।

পাশাপাশি এদের যারা ব্যবহার করে আসছেন দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের বাঁকে বাঁকে, তাদেরও একদিন এই অবস্থার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। প্রতিনিয়ত যারা রাজনৈতিক আবহাওয়ার অনুকূলে আদর্শের ধুয়া তুলে সংগঠন থেকে সংগঠনে যান, গণতন্ত্রের চিত্তহারী বুলি আওড়ান তারাই যখন অস্ত্র, বোমাবাজি, লাঠি, হকিষ্টিক নিয়ে ক্যাম্পাসে কিংবা হলে হলে বিরুদ্ধবাদীদের খোঁজে প্রাণোচ্ছল তারুণ্যের স্রোতকে আবিল করে তোলে, তখন সেই মূঢ়তা দেশের সকল আশা-ভরসাকেই আঘাত করে থাকে।

নতুন বাংলা ছাত্র সংগঠন যাদের নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে, কিংবা যে সব ছাত্র নেতা অতীতের ক্ষমতার সাথে থেকে মধুলুব্ধ ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করেছে (উপমাটা ঠিক হল না, আসলে পেশীশক্তির দাপট দেখিয়ে গর্জন করেছে) তারা হঠাৎ ক্ষমতার নতুন গন্ধ পেয়ে ভিড় জমিয়ে পুরনো কায়দায় আসর জমিয়েছে। তাদের এগিয়ে যাওয়ার চেনা শ্লোগানটার মধ্যে নতুন কোন কথা ছিল না। এখন জগন্নাথ কলেজে তাদের এগিয়ে যাওয়ার নমুনাটা এমন আত্মঘাতী রূপ নেবে তা বোঝা কঠিন।

দু'টি গ্রুপ কোন্ মহৎ আদর্শ রক্ষার জন্য জগন্নাথ কলেজে বার বার নিজেদের মধ্যে বোমাবাজি আগ্নেয়াস্ত্রের ফাঁকা গুলীবর্ষণ করেছে, তারাই ভাল বলতে পারে।

তবে নিষিদ্ধ পল্লীতে মারামারি খুনোখুনির পর শহীদ হওয়ার সম্মানটা আদায়ের চেষ্টায় যারা লজ্জাবোধ করে না, বরং মিছিল করে গলাবাজি করে তাদের আদর্শ কী হতে পারে সাধারণ মানুষ তা জানে। এ অভিজ্ঞতা তাদের আইয়ুব-মোনেম আমলে এনএসএফ-এর কাণ্ডকারখানা দেখে হয়েছে। সেই রীতি, সেই আদর্শ স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে এমন কদর্যভাবে আত্মপ্রকাশ করবে, তা ভাবতেও অবাক হতে হয়।

তবুও ছাত্রদের শুভবুদ্ধির দরবারে এই ফেব্রুয়ারী মাসের গৌরববাহী সমাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের আবেদন, আপনারা যে কোন ছাত্র সংগঠনের সদস্য হোন্ না কেন, আপনাদের মতামত যা-ই হোক না কেন, তার সমাধানের জন্য পেশীবলকে এবং প্রভাবশালী মহলের প্রচ্ছন্ন উৎসাহে ভরসা করে আত্মপ্রতারণার শিকার হবেন না।

আমাদের ইতিহাসে ফেব্রুয়ারী মাসে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের প্রাণদানে উজ্জ্বল অবদানও যেমন সত্য, তেমনি এনএসএফ-এর বিকৃত ভূমিকাও সত্য। এ দু'য়ের মধ্যে আপনাদের অবস্থান কোন দিকে তা থেকেই পরিণতি নির্ধারিত হবে। জুয়ার টেবিলে অপব্যয়ের ঘটা যেমন সচ্ছলতার নজির নয়, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের নিজেদের মধ্যে হানাহানি তারুণ্যের পরিচয় বহন করে না। এ হল ক্ষয়রোগগ্রস্তের স্ফীত চকচকে গোলাপী গালের জলবানি। এই উপলব্ধি সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনুক, এটাই কামনা করি।